কাটোয়া পুরসভার নতুন চেয়ারম্যান সুদীপ্তময় ঘোষ, ভাইস চেয়ারম্যান পদ নিয়ে ধোঁয়াশায় বাসিন্দারা

শ্যামল রায়, কাটোয়া ঃ কাটোয়া পুরসভায় অনাস্থা ভোটে চেয়ারম্যান অমর রাম হেরে যাওয়ার পর এদিন থেকে অ্যাকটিং চেয়ারম্যান হিসাবে পদে বসেন সুদীপ্তময় ঘোষ। বৃহস্পতিবার থেকে তিনি সমস্ত কাজকর্ম দেখাশোনা করবেন বলে রাজ্যের পুরমন্ত্রী ফিরহাদ হাকিম এক নির্দেশিকায় জানিয়ে দিয়েছেন। পুরমন্ত্রী আরও জানিয়েছেন, চেয়ারম্যান ওমর রাম অন্যরকমভাবে পৌরসভার কাগজপত্রে যেন ক্ষতি না করে থাকেন। গত ১০ তারিখ চেয়ারম্যানের বিরুদ্ধে অনাস্থা প্রস্তাবে কাউন্সিলরদের উপস্থিত থাকার ফলে চেয়ারম্যান অমর রাম অপসারিত হয়ে যান। আরও জানা গিয়েছে, গত ২৮ আগস্ট

চেয়ারম্যানের অপসারণ চেয়ে অনাস্থা প্রস্তাবের জন্য চিঠি জমা দেওয়া হয়। পৌর আইন অনুযায়ী অনাস্থা প্রস্তাব নিয়ে ১৫ দিনের মধ্যে বিশেষ সভা ডাকার কথা। কিন্তু নানাবিধ কারণবশত ২৯ দিনের মাথায় সোমবার অনুষ্ঠিত হয়। এই সভায় সভাপতিত্ব করেন সুদীপ্তময় ঘোষ। সুদীপ্তবাবু স্থানীয় বিধায়ক রবীন্দ্রনাথ চট্টোপাধ্যায়ের কাছের মানুষ, অতি ঘনিষ্ঠ। তাই ১৪ জন কাউন্সিলরের সর্বসম্মতিক্রমে সুদীপ্তময় ঘোষ চেয়ারম্যান পদে আসীন হলেন। এর মধ্যে ১৪ জন কাউন্সিলর বর্তমান চেয়ারম্যান অমর রামের বিরুদ্ধে অনাস্থা প্রস্তাব এনেছিলেন। পুরসভার কাউন্সিলর ও স্থানীয় বিধায়ক রবীন্দ্রনাথ চট্টোপাধ্যায় অভিযোগ করেন, বর্তমান চেয়ারম্যান নির্বাচিত কাউন্সিলর নিয়ে কোনো বৈঠক করেন নি, কোনো পরামর্শও করেননি। তাই চেয়ারম্যানের বিরুদ্ধে অনাস্থা প্রস্তাব আনা হয়েছিল সম্পূর্ণ দলীয় নির্দেশ মেনে। ভাইস চেয়ারম্যান কে হবেন এই নিয়ে এখনও ধোঁয়াশা রয়ে গেছে। কাটোয়া পুরসভা গঠনের পর থেকেই চেয়ারম্যান পদে আসীন হওয়ার কথা ছিল কাউন্সিলর দেরই ওই পদটি খালি পড়ে থাকতে দেখা গিয়েছে। ভাইস চেয়ারম্যান কি শ্যামল ঠাকুর না অন্য কেউ হবেন এই প্রশ্নও উঠেছে পুরবাসীর কাছে। এদিন চেয়ারম্যান পদে আসীন হয়ে সুদীপ্তময় ঘোষ বলেন, আমার প্রধান কাজ হবে কাটোয়াবাসীর স্বার্থে উন্নয়নমূলক কাজ করা। সেই সাথে নির্বাচিত কাউন্সিলরদের সাথে দফায় দফায় আলোচনা সভা করে উন্নয়নের পরিকল্পনা গ্রহণ করা হবে। কাউন্সিলর ও স্থানীয় বিধায়ক রবীন্দ্রনাথ চট্টোপাধ্যায় জানিয়েছেন, এতদিন উন্নয়ন থমকে ছিল। এখন উন্নয়নের গতি বাড়াতে আমরা বদ্ধপরিকর।

পুরুলিয়ায় ডিভিসি-র প্রকল্পে রেল লাইন পাতার কাজ শুরু হল

নিজস্ব সংবাদদাতা, পুরুলিয়া ঃ বহু জল ঘোলা হওয়ার পর অবশেষে পুরুলিয়ার রঘুনাথপুরে ডিভিসির তাপবিদ্যুৎ প্রকল্পের জন্য বৃহস্পতিবার থেকে রেল লাইন পাতার কাজ শুরু হল। এদিন বুঁদলা গ্রামের কাছে আয়োজিত এক অনুষ্ঠানে ফিতা কেটে রেল লাইন পাতার কাজ শুরু করেন ডিভিসির চেয়ারম্যান এন্ড্রু ডব্রিউ কে লাংস্টিপ্ড। অন্যান্যদের মধ্যে ডিভিসির চিফ ইঞ্জিনিয়ার মোহম্মদ ইয়াসিন, রঘুনাথপুরের তৃণমূল বিধায়ক পূর্ণচন্দ্র বাউরি এবং ডিভিসির অন্যান্য আধিকারিকবৃন্দ উপস্থিত ছিলেন। বাম আমলে রঘুনাথপুর এলাকাকে শিল্প তালুক করে তোলার সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়। তখন জয় বালাজি, শ্যাম স্টিল,আধুনিক শিল্প গোষ্ঠী প্রভৃতি শিল্প সংস্থা তাদের শিল্পের জন্য জমি অধিগ্রহণের কাজ শুরু করে। পাশাপাশি রঘুনাথপুর ও নিতুরিয়া ব্লকের সীমান্তবর্তী রঘুনাথপুর ১ ব্লকের দুমদুমি এলাকাতে ডিভিসির মেগা তাপবিদ্যুৎ প্রকল্পের কাজও শুরু হয়। কিন্তু জমি জটে মুখ থুবড়ে পরে জয়বালাজি, শ্যাম স্টিল , আধুনিকদের শিল্প গড়ার প্রক্রিয়া। তারা হাত গুটিয়ে নেয়। কিন্তু ডিভিসির ১১২০ মেগাওয়াট বিদ্যুৎ উৎপাদন সম্পন্ন পূর্বাঞ্চলের সর্ব বৃহৎ এই তাপ বিদ্যুৎ কেন্দ্রটি গড়ে উঠতে থাকে। তবে ডিভিসির এই প্রকল্পের জন্য ওয়াটার করিডর ও রেল লাইনের জন্য জমি নিয়ে এলাকাবাসীর আন্দোলন চলতেই থাকে। পরে ওয়াটার করিডরের জমি সমস্যা মিটে যায় এবং পাঞ্চেৎ জলাধার থেকে জল সরবরাহ শুরু হয়। দেরি হতে থাকে রেল করিডরের। ততদিন সড়ক পথে কয়লা আমদানি করা হত। পরে সেই সমস্যারও সমাধান হয়। দক্ষিণ-পূর্ব রেলের আদ্রা-আসানসোল শাখার জয়চণ্ডী পাহাড় স্টেশন থেকে রেললাইন পাতার জন্য জমি সমতলিকরনের কাজ এবং কয়েকটি জায়গায় রঘুনাথপুর - বরাকর ও রঘুনাথপুর - বাঁকুড়া রাজ্য সড়কের ওপর দিয়ে ফ্লাইওভার তৈরির কাজ চলতে থাকে।

সেই কাজ সম্পূর্ণ হওয়ার পর এদিন থেকে ১৬ কিমি দীর্ঘ রেলপথের জন্য রেললাইন পাতার কাজ শুরু হয়। আগামী এক বছরের মধ্যে রেল লাইন নির্মাণের কাজ শেষ হয়ে যাবে বলে আশা করছেন ডিভিসির অধিকর্তারা। রেল লাইন চালু হয়ে গেলে পর্যাপ্ত কয়লা যোগান পেয়ে ডিভিসির এই তাপবিদ্যুৎ কেন্দ্রটি উৎপাদনের লক্ষ্যমাত্রা পূরণ করতে পারবে বলে দাবি ডিভিসি কর্তৃপক্ষের।

ইন্দাস ব্লকে বিধায়কের নেতৃত্বে মিছিলসহ পথসভা তৃণমূলের

নিজস্ব সংবাদদাতা, ইন্দাস ঃ আগামী পঞ্চায়েত নির্বাচনকে পাখির চোখ করে দলের সংগঠনকে চাঙ্গা করতে এবং এলাকায় বিজেপির অগ্রগতিকে রুখতে ১১ অক্টোবর বুধবার বাঁকুড়ার ইন্দাস ব্লকের করিগুন্ডা অঞ্চলের গোবিন্দপুরের বাঁধের পাড় বাসস্ট্যাণ্ডে ইন্দাস বিধানসভা কেন্দ্রের বিধায়ক গুরুপদ মেটের নেতৃত্বে এবং সেখ হামিদের পরিচালনায় তৃণমূল নেতা ও কর্মী সমর্থকদের নিয়ে বিশাল একটি মিছিল সহকারে পথসভা হয়ে গেল। এদিন বিকাল ৪টায় ইন্দাস ব্লকের করিগুন্ডা অঞ্চলের দশরথবাটী গ্রাম থেকে মিছিলটি বের হয় এবং বাঁধের পাড় সংলগ্ন বাসস্ট্যাণ্ডে মিছিলটি শেষ করা হয়। বাঁধের পাড়ের বাসস্ট্যাণ্ডে মিছিলটি পৌঁছালে সেখানেই একটি পথসভা করা হয়। ওই পথসভায় বক্তব্য রাখেন বিধায়ক গুরুপদ মেটে, ইন্দাস ব্লক তৃণমূল কংগ্রেসের ব্লক নেতৃত্বের গৌতম বেরা, পঙ্কজ মাজিলা, গুনধর ভাণ্ডারী প্রমুখরা। ওই দিনের মিছিল ও পথসভায় যোগদান করেন করিগুন্ডা গ্রাম পঞ্চায়েতের প্রধান সুকুমার রুইদাস, উপ-প্রধান বাপন নন্দী, তৃণমূলের অঞ্চল সভাপতি নেপালচন্দ্র দে, ইন্দাস পঞ্চায়েত সমিতির কর্মাধ্যক্ষ মনসা চ্যাটার্জী ও অন্যান্য নেতৃবর্গ। প্রায় ১০ হাজার তৃণমূল কংগ্রেসের নেতা-কর্মী ও সমর্থক এদিনের মিছিল ও পথসভায় অংশ নেন। ইন্দাস বিধানসভা কেন্দ্রের বিধায়ক গুরুপদবাবু জানান, সামনে পঞ্চায়েত ভোট। তাই দলের সংগঠনকে মজবুত করতে ব্লকের ১০টি অঞ্চলেই একটি করে মিছিলসহ পথসভা করা সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়েছে। এর আগে কয়েকটি অঞ্চলে মিছিল ও পথসভা করা হয়েছে। আজ করিগুন্ডা অঞ্চলেও করা হল। আগামী দিনে অন্যান্য অঞ্চলগুলিতেও করা হবে।

ট্রেলারের চাকায় পিষ্ট সাইকেল আরোহী

নিজস্ব সংবাদদাতা, পুরুলিয়া ঃ মর্মান্তিক এক পথ দুর্ঘটনায় মৃত্যু হল এক সাইকেল আরোহীর। বুধবার সকালে দুর্ঘটনাটি ঘটেছে পুরুলিয়া জামসেদপুর ৩২নং জাতীয় সড়কে বলরামপুর চেকপোস্টের কাছে। পুলিশ জানিয়েছে, বলরামপুর থানার গিদিধাটি গ্রামের বাসিন্দা ওই যুবকের নাম বুধু সিং (২৪)। এদিন গন্তব্যে যাওয়ার সময় সাইকেলের নিয়ন্ত্রণ হারিয়ে লোহাবোঝাই একটি ট্রেলারের চাকার তলায় পড়ে যায় সে। আশঙ্কাজনক অবস্থায় তাকে পুরুলিয়া সদর হাসপাতালে নিয়ে যাওয়া হলে মৃত বলে ঘোষণা করেন চিকিৎসকরা। ঘাতক ট্রেলারটিকে পুলিশ আটক করেছে। এদিকে এই ঘটনার পর এলাকার মানুষ রাস্তার পুটপাত দখল করে অবৈধ নির্মাণের কারণে দুর্ঘটনাটি ঘটেছে বলে অভিযোগ তুলেছেন। স্থানীয় বাসিন্দাদের একাংশ জানান, এমনিতেই জাতীয় সড়কের দুপাশের পুটপাত খুব একটা পরিসর নয়। তার উপর দুদিকের বহু ব্যবসায়ী একটু একটু করে পুটপাত দখল করে ফেলায় পাকা সড়কের পাশ দিয়ে পথচারী এবং সাইকেল আরোহীরা সুষ্ঠুভাবে যাতায়াত করতে পারেন না। যার ফলে ওই এলাকাটি দুর্ঘটনা কবলিত জায়গা হয়ে উঠেছে। বলরামপুরবাসী মনে করেন এ বিষয়ে পুলিশ প্রশাসনের প্রয়োজনীয় পদক্ষেপ করা উচিত। বলরামপুর পঞ্চায়েত সমিতির সহ সভাপতি সুদীপ মাহাতো বলেছেন, ফুটপাত দখলের অভিযোগ খতিয়ে দেখে তিনি সেই বিষয়ে পুলিশের সঙ্গে আলোচনা করবেন।

পুরুলিয়ায় যুবকের মৃতদেহ উদ্ধার

নিজস্ব সংবাদদাতা, পুরুলিয়া ঃ ছোট্ট একটি জলাশয় থেকে এক যুবকের মৃতদেহ উদ্ধার করল পুলিশ। পুরুলিয়া মফস্বল থানার টামনা এলাকা থেকে বুধবার রাতে মৃতদেহটি উদ্ধার হয়। পুলিশ জানায়, মৃতের নাম ভীম মাহাতো (৩৫)। তাঁর বাড়ি মফস্বল থানার দামদা গ্রামে। বাড়িতে পারিবারিক কলহের জন্য মানসিক অবসাদে ভুগছিলেন তিনি। সম্প্রতি মদের নেশায় তিনি আসক্ত হয়ে উঠেছিলেন বলে পুলিশ জানতে পেরেছে। এদিন সকালে বাড়ি থেকে ওই যুবক বেরিয়ে আর ফিরে আসেননি। সন্ধ্যার পর টামনা মোড়ের কাছে একটি জলাশয়ে তাঁর দেহ ভেসে ওঠার খবরে এলাকায় চাঞ্চল্য ছড়িয়ে পড়ে। খবর পেয়ে টামনা ফাঁড়ির পুলিশ গিয়ে জলে ভাসমান দেহটি উদ্ধার করে এবং বুহস্পতিবার ময়নাতদন্তের জন্য পুরুলিয়া সদর হাসপাতালে পাঠায়। প্রাথমিকভাবে পুলিশের অনুমান, এদিনও আকণ্ঠ মদ পান করে জলাশয়ে নামতে গিয়ে বেসামাল হয়ে তলিয়ে গিয়ে তাঁর মৃত্যু হয়েছে।

ঝালদা দাপিয়ে বেড়াচ্ছে দলছুট হাতি

নিজস্ব সংবাদদাতা, পুরুলিয়া ঃ না কোনো প্রত্যন্ত গ্রাম কিংবা পাহাড় ঘেঁষা জঙ্গল অথবা আনাজপাতির জমি নয়। একেবারে প্রকাশ্য দিবালোকে জনারণ্যের মাঝে পুরুলিয়ার ঝালদা শহরে দাপিয়ে বেড়াচ্ছে একটি দলছুট হাতি। আনন্দবাজার থেকে বিরসা মোড়, বাঁধাঘাট থেকে হাটতলা সর্বত্রই স্বমহিমায় শুড় উঁচিয়ে ঘুরে বেড়াচ্ছে বিশালাকার এরাবতটি। যা দেখে কম্পমান শহরের মানুষজন। হাতিটির নজরদারি করতে গিয়ে গলদঘর্ম অবস্থা ঝালদা থানার পুলিশের। এই প্রসঙ্গে ঝালদা থানার আইসি ত্রিগুনা রায় বলেন, ওই হাতিটি গত ২ দিন ধরে ঝালদা শহরের এ প্রান্ত থেকে ও প্রান্ত গর্জন করে ঘুরে বেড়াচ্ছে, যা দেখে পথ চলতি মানুষজন আতঙ্কের মধ্যে সিঁটিয়ে থাকছে।

আধিকারিক বলেন, রেসিডেন্সিয়াল ওই হাতিটিকে লোকালয় থেকে সরিয়ে নিয়ে যাওয়ার চেষ্টা করছেন বনকর্মীরা।

জয়পুরের কৃষক বাজারকে চাঙ্গা করতে যাত্রীবাহী বাস

নিজস্ব সংবাদদাতা, বিষ্ণুপুর ঃ জয়পুরে কৃষক বাজারকে চাঙ্গা করার লক্ষ্যে বুধবার থেকে যাত্রীবাহী বাস ঢোকা শুরু হয়েছে। প্রশাসনের পক্ষ থেকে এদিন বিষ্ণুপুর-আরামবাগ রুটের সমস্ত যাত্রাবাহী বাস সেখানে ঢোকানো বাধ্যতামূলক করা হয়েছে। এই মর্মে জেলা মোটর ভেহিকেল দপ্তরের অনুমতিও মিলেছে বলে প্রশাসনিক আধিকারিকরা জানিয়েছেন। এদিন ছোট একটি অনুষ্ঠানের মাধ্যমে তার সূচনা করেন রাজ্যের পঞ্চায়েত, গ্রামোন্নয়ন ও জনস্বাস্থ্য কারিগরী দপ্তরের ভারপ্রাপ্ত প্রতিমন্ত্রী শ্যামল সাঁতরা। এদিকে কৃষকদের জন্য বাজার তৈরি হলেও সেখানে বাস স্টপেজ হওয়ায় তা মুখ্যমন্ত্রীর ভাবনার পরিপন্থী বলে স্থানীয়দের একাংশ ক্ষোভ প্রকাশ করেছেন। যদিও সার্বিক উন্নয়নের লক্ষ্যেই তা করা হয়েছে বলে প্রশাসনিক আধিকারিকরা মন্তব্য করেছেন। মন্ত্রী এদিন বলেন, রাজ্যের মধ্যে জয় পুর কৃষকবাজার মডেল হিসাবে গড়ে উঠবে। সেই লক্ষ্যে বাজার যাতে জমানো যায় তার জন্য যাত্রীবাহী বাস সেখানে ঢোকানো হয়েছে। জয় পুরের বিডিও ধ্রুবপদ সাণ্ডিল্য বলেন, জয়পুরে নির্দিষ্ট স্ট্যাণ্ড না থাকায় রাস্তার ধারেই বাস দাঁড়ায়। তাছাড়া মেন রাস্তার ধারে বাজার অবস্থিত হওয়ায় সেখানে বাস ঢোকাতে খুব বেশি সময় ও লাগবে না। সব মিলিয়ে পরিকল্পনা করেই এই উদ্যোগ নেওয়া হয়েছে। এবং মোটর ভেহিকেল দপ্তরও তাতে অনুমতি দিয়েছে। স্থানীয় সূত্রে জানা গিয়েছে, জয় পুরে একটি কৃষকবাজার প্রায় ১ বছর আগে উদ্বোধন হয়েছে। কিন্তু সেভাবে বাজার জমেনি। তাই প্রসাসনের পক্ষ থেকে প্রথমে সবজি বিক্রেতাদের বসানো হয়। বাজারে অবস্থিত স্টলও বিলি করা হয়। কিন্তু তার পরেও সেভাবে বাজার জমেনি। সেজন্য স্টলগুলিও খোলা হয়নি। এবার বাজারের মধ্যে বাস প্রবেশ কানোর সিদ্ধান্ত হয় এবং বুধবার থেকে সেখানে ওই রুটের সমস্ত বাস বাজারের একদিক দিয়ে ঢুকে অপর দিকে বেরোনোর সিদ্ধান্ত হয়। এতে করে বাজারে স্টলগুলিতে ভিড় বাড়বে বলে প্রশাসনের দাবি। তবে কৃষকদের জন্য ওই বাজার তৈরি হলেও সেখানে বাস প্রবেশ করিয়ে যাত্রী তোলা-নামা করানোয় যানজটের সৃষ্টি হবে বলে আশঙ্কা প্রকাশ করেছেন স্থানীয় বাসিন্দাদের একাংশ। যদিও স্বল্প সময়ের জন্য সেখানে বাস থামবে। তাই যানজটের কোনও সমস্যা হবে না বলে প্রশাসনিক মহলের অনেকে দাবি করেছেন।

জঙ্গলমহলের আদিবাসীরা পাশে আছেন, দাবি বিজেপির

নিজস্ব সংবাদদাতা, বাঁকুড়া ঃ জঙ্গলমহলের আদিবাসীরা কোন শিবিরে রয়েছেন তা নিয়ে জোর দাবি ও পাল্টা দাবি শুরু হয়ে গেছে। বৃহস্পতিবার রীতিমত বাঁকুড়ায় দলীয় কার্যালয়ে সাংবাদিক বৈঠক করে জঙ্গলমহলের আদিবাসীরা তাদের দিকে রয়েছেন বলে দাবি করেন জেলা বিজেপি নেতৃবৃন্দ। এই সাংবাদিক সম্মেলনে উপস্থিত ছিলেন বিজেপির জেলা সভাপতি বিবেকানন্দ পাত্র। এছাড়া রাজ্যের সদস্য ডাঃ সুভাষ সরকার ও জেলার অন্যান্য নেতৃবৃন্দ। জঙ্গলমহলে বারিকুল অঞ্চলে এক আদিবাসী সমবায় সমিতির নির্বাচন হয় বুধবার। এই নির্বাচনে জয় পেয়েছে বিজেপি। বাঁকুড়ার জঙ্গলমহলের সাতনাল লাম্পস নির্বাচনে ৪৭টি আসনের মধ্যে বিজেপি সমর্থিতরা জয়ী হয়েছেন ২৪টিতে আর তৃণমূলের ঝুলিতে গেছে ২৩টি। একটি আসন বেশি পেয়ে সাতনাল গ্রামের আদিবাসী মহিলা পরিচালিত সমবায় (লাম্পস) দখল করে বিজেপি। বিজেপি নেতৃত্বের দাবি, এই জয়ের মধ্য দিয়ে জঙ্গলমহলে বিজয় রথ শুরু হল দলের। আগামী দিনে এই সাফল্য আরও বাড়বে। এলাকায় বিজেপি সরকারের উন্নয়ন ও তৃণমূলের নানান দুর্নীতিকে হাতিয়ার করে এই লড়াইয়ে নেমেছিলেন তাঁরা। এই লড়াই ছিল দ্বিমুখী লড়াই। আদিবাসী মহিলারা বিজেপিকে সমর্থন করায় এই জয় সম্ভব হয়েছে বলে বিবেকানন্দবাবু জানান। তিনি বলেন, তৃণমূল নেত্রী মমতা বন্দোপাধ্যায় জঙ্গলমহল ও আদিবাসীদের উন্নয়ন নিয়ে মায়া কান্না কাঁদছেন। সেই মায়া কান্নায় আর ভুলছেন না আদিবাসীরা। তাঁরা সব বুঝতে পারছেন আর সে কারণে তাঁরা বিজেপির দিকে ঝুঁকছেন। এই জয় তারই প্রমাণ।

বাঁকুড়ায় নিম্নচাপে চাষের ব্যাপক ক্ষতি

নিজস্ব সংবাদদাতা, বাঁকুড়া ঃ চলতি সপ্তাহে ঘটে যাওয়া নিম্নচাপে জেলার চাষবাসে ব্যাপক ক্ষতি হয়েছে। বৃষ্টি ও তার সঙ্গে ঝড় থাকায় এই ঘটনা ঘটেছে। জেলার অনেক জায়গাতে ঝড়ে ধান ও সবজি গাছ জমির মাটিতে শুয়ে পড়ে এবং বৃষ্টির জলে ডুবে যায়। সোনামুখী থানার রাধামোহনপুর অঞ্চলের বেলোয়া গ্রামের ধানচাষীদের ক্ষতির পরিমাণ অনেক বেশি। এসময় কোথাও সবে ধান ধরেছে। তবে অধিকাংশ ধান পেকে গেছে বা পেকে ওঠার মুখে। বেশ কিছু জায়গাতে পাকা ধান কেটে জমিতে রাখা হয়েছিল খামারে নিয়ে যাওয়ার জন্য। বৃষ্টির জলে ডুবে যায় বিঘার পর বিঘা জমির ধান। এখনও জলের নীচে অনেক ধান ডুবে রয়েছে। এই ধান কেটে চাল হবে কিনা তা নিয়ে জেলার চাষীরা খুব চিন্তায় রয়েছেন। রাধামোহনপুরের চাষী কেবলু সরকার ও কালা দাস বলেন, তাঁদের মত অনেক চাষীরই ক্ষতি হয়েছে। তাঁদের বক্তব্য, নিম্নচাপের আগাম কোন ইঙ্গিত তাঁদের কাছে না থাকায় কাটা পাকা ধান ও কাটার সময় হয়ে যাওয়া ধান খামারে নিয়ে আসতে পারেন নি। এতে তাঁরা ব্যাপক ক্ষতির সম্মুখীন হয়েছেন। জেলার চাষীদের বক্তব্য, ধান লাগানোর সময় নিম্নচাপে ক্ষতি হয়েছিল। সেই নিম্নচাপই ধান তোলার সময় ফের আঘাত হানল। ভিলেন নিম্নচাপের কারণেই তাঁরা চিন্তায় রয়েছেন।

ডাঃ অশোক কুমার নন্দী
MBBS, MD, FIAMS
Regd. No.- 54156 (WBMC)
:: রোগী দেখছেন ::
স্পন্দন হেলথ পয়েন্ট-এ
লিংক রোড, আরামবাগ, হুগলি
সময়- সকাল ১০.৩০ মি. থেকে বিকাল ৪টে পর্যন্ত।
যোগাযোগ ঃ 9732228783, 9775034533

বাঁকুড়ার দিনমজুরদের পুজো কাটলো চোখের জল ও জিএসটির কোপে

নিজস্ব সংবাদদাতা, বাঁকুড়া ঃ বাঁকুড়া জেলার খেটে খাওয়া মানুষের জিএসটির কোপ। হাজার হাজার শ্রমিক কর্মহীন। হতাশা নিয়েই পুজো কাটাতে হল তাঁদের। ঠিকাদারদের ক্ষেত্রে জিএসটি রেট কত হবে সেই দোটানায় বাঁকুড়া জেলায় শুধু উন্নয়নের কাজ ব্যাহত হচ্ছে তা নয়, ঠিকাদারদের সঙ্গে যুক্ত হাজার হাজার শ্রমিক কর্মহীন হয়ে পড়েছে। জিএসটি চালু হওয়ার সাড়ে ৩ মাস পরেও ঠিকাদারের সমস্যা মেটে নি বরং তা জটিল আকার নিয়েছে। জিএসটি লাগু হওয়ার সময় একটা ধারণা হয়েছিল, ঠিকেদারদের কাছ থেকে ১৮ শতাংশ হারে কর নিতে হতে পারে। সে কারণে ঠিকাদারদের পুরানো কাজের বিল থেকে ২০ শতাংশ টাকা কেটে রেখে প্রদান করা হয়। এখানেই দানা বাঁধে সমস্যা। তাছাড়া নতুন কাজের ক্ষেত্রেও ঠিকাদারদের কাছ থেকে ২০ শতাংশ টাকা কেটে রাখা হবে বলে জেলা প্রশাসন থেকে জানিয়ে দেওয়াও হয়েছে। এই দুই ঘটনার জেরে তাঁদের উপর জিএসটি কত লাগু হবে তা চূড়ান্ত না হওয়া পর্যন্ত জেলার প্রতিষ্ঠিত ঠিকাদার তা ধীরে চলার নীতি নিয়েছেন। নতুন কাজ ধরার ক্ষেত্রে অনীহা দেখাচ্ছেন। তারই কোপ পড়েছে জেলার খেটে খাওয়া মানুষগুলির ওপর। তাই এই দিনমজুররা ব্যক্তিমালিকানাধীন কাজের সন্ধানে হন্যে হয়ে ঘুরে বেড়াচ্ছেন। তাঁরা ভোরে উঠে ভিড় জমাচ্ছেন কলেজ মোড়, রানীগঞ্জ মোড়, মাচানতলা, লালবাজার মোড় ও স্টেশন মোড়ের ঠেকগুলিতে। এপ্রেক্ষিতে উদ্বেগ, বাঁকুড়া শহরের কোন বাসিন্দার শ্রমিকদের প্রয়োজন হলে এই সব মোড় থেকে সংগ্রহ করেন। ঠিকাদারদের বক্তব্য, এতদিন তাঁদের বিলের টাকা থেকে সার্টিফিকেটধারীদের ক্ষেত্রে ৩ শতাংশ ও অন্যদের ক্ষেত্রে ৫ শতাংশ ভ্যাট, ১ শতাংশ আয়কর ও ১ শতাংশ লেবার ওয়েলফেয়ার সেস বা শ্রমিক কল্যাণ তহবিলের টাকা কাটা হত। সেই ভিত্তিতে তাঁরা জিএসটির লাগুর আগে ৫ থেকে ৭ শতাংশ কর সর্বসাকুল্যে দিতেন। এখন তাঁদের আরও ১৫ শতাংশের বেশি টাকা কর হিসাবে দিতে হবে। এটা তাঁদের কাছে একটা বিশাল চাপ, বিশেষ করে পুরানো কাজগুলির ক্ষেত্রে। কারণ তাঁরা পুরাতন হারে কর হিসেব করেই দরপত্র জমা দিয়েছিলেন। তাই পরিস্থিতি স্বাভাবিক না হওয়া পর্যন্ত তাঁরা ভেবে-চিন্তে চলতে চাইছেন। এতেই আটকে গেছে জেলার বহু উন্নয়নমূলক প্রকল্পের কাজ। জেলা প্রশাসন কর্মকর্তা ও

জনপ্রতিনিধিরা কার্যত এই সমস্যার কথা স্বীকার করে নিয়েছেন। জেলার এক পঞ্চায়েত সমিতির সভাপতির বক্তব্য, ঠিকাদারেরা এই মুহূর্তে নতুন কাজ ধরতে আগ্রহ না দেখানোয় উন্নয়নের বহু কাজ আটকে গেছে। এতে স্থানীয় শ্রমিকেরা কাজ পাচ্ছেন না। চতুর্দশ অর্থ কমিশন ও আই এস জিপি সহ বিভিন্ন প্রকল্পের কাজ বাধাপ্রাপ্ত হচ্ছে। এতে রাস্তা, বাড়ি, সেতু ও চেকড্যাম তৈরি এবং নলকূপ ও সাবমার্সিবল বসানোর কাজ আটকে গেছে। তবে বর্তমানে সমস্যা কিছুটা হলেও কমেছে। জিএসটি রেট ঠিক হয়ে গেলে সমস্যা মিটে যাবে। নির্মাণকাজ স্বাভাবিক হলেই শ্রমিকেরা আগের মত কাজ পাবেন। জিএসটি রেট কবে নির্দিষ্ট হবে তার কোন আভাস পাচ্ছেন না জেলার ঠিকাদারেরা। এই রেট ঠিক হলেই যে পরিস্থিতি দ্রুত স্বাভাবিক হবে বলেও তাঁরা মনে করছেন না। তাঁদের কল্যাণ তহবিলে সব মিলিয়ে ২০ শতাংশ টাকা দিতে হলে প্রকল্প খরচ বাড়বে। সেভাবেই প্রকল্প ও সিডিউল তৈরি করতে হবে।

এই সিটিউল তৈরি করে পূর্ত দপ্তর। ফলে এটা সহজে না হওয়ারই কথা বলে তাঁরা জানিয়েছেন। এতে সমস্যা থেকেই যাবে। শ্রমিকদের বক্তব্য, জিএসটি চালু হওয়ার পর থেকেই জেলায় নির্মাণ কাজ কমেছে। এতে তাঁদের অনেকেই কাজ পাচ্ছেন না।

OUR SPECIALITY
সুচিকিৎসাই আসলকথা...
APEXX
আরামবাগ অ্যাপেক্স ডায়াগনস্টিক এণ্ড হেল্থ কেয়ার প্রাইভেট লিমিটেড
১। ডায়াগনস্টিক বিভাগ
২। বিশেষজ্ঞ ডাক্তারবাবুর চেম্বার
৩। ঔষধ দোকান
৪। শল্য চিকিৎসা বিভাগ
৫। জরুরী চিকিৎসা বিভাগ
৬। নার্সিং হোম
পি.সি.সেন মার্কেট দ্বিতল, লিঙ্ক রোড, আরামবাগ, হুগলী, পঃবঃ ৭১২৬০১
Ph. 03211-255867/256867
Mob. 9093965838
e-mail :abgapex@gmail.com
abgapexx@rediffmail.com
আরামবাগ